সমকাল | শুক্রবার ২৩ আগস্ট ২০১৯ ৮ ভাদ্র ১৪২৬

১৩ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে নানা জাতের ফুল

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

দেশের ২০ জেলায় ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে নানা জাতের ফুল চাষ হচ্ছে। এর সঙ্গে তিন লাখ মানুষ সম্পৃক্ত রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, বৃহৎ নারী জনশক্তিকে ফুল চাষে যুক্ত করে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করা সম্ভব। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগের দিনব্যাপী মানসম্পন্ন ফুল ও বাহারি গাছ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়।

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বৈজ্ঞানিক সহকারী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, এনজিও, কৃষক প্রতিনিধিসহ ৩০ প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস-সাকুলেন্ট ও বাল্ব-করম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি প্রকল্পের সহযোগিতায় কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ। ড. আবেদা খাতুনের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ড. একেএম শামছুল হক, মো. হাবিবুর রহমান শেখ, ড. কবিতা আনজু-মান-আরা, ড. ফারজানা নাসরীন খান প্রমুখ।

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ শুক্রবার
৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বারিতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী 'মানসম্পন্ন ফুল ও বাহারী গাছ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারির উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ আয়োজিত উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার রুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ প্রধান অতিথি থেকে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। বারির পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এ কে এম শামছুল হক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মোঃ হাবিবুর রহমান শেখ।